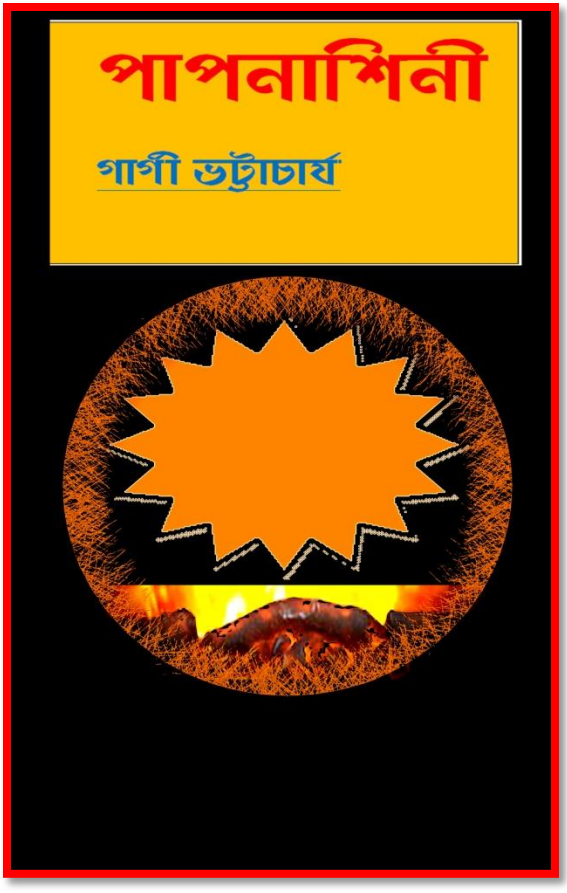
পাপনাশিনী
গার্গী ভট্টাচার্য

Paponashini

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

পাপনাশিনী

***

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them .

ভৈরবী মহাবিদ্যা

মহালক্ষ্মী

গরুড় পক্ষী

আয়াতোল্লা খোমেইনি এখন সান্তোরিনি ডার্ক ম্যাজিক করা শুরু করেছে আমার বিরুদ্ধে। আর এখানে একটি মহিলা আছে যে ভুঁয়ো ধর্ষণের কেসে লোককে ফাঁসায় সেই মিথ্যাচিরিনী নাম ব্রিটনি হিগিন্স। মহিলাটিকে এখানে মন্ত্রীরা লায়ার বলে সম্বোধন করে থাকে। শয়তানি গীর্জার প্রোডাক্ট একটি। আয়াতোল্লার আত্মাকে নিয়ে যেতে আসবেন রুদ্র অবতার ঋতুধ্বজ ও তাঁর রুদ্রানী সর্পি। কারণ এই মক্‌কেল এতই কালা জাদু ও ভূত প্রেত নিয়ে খেলেছে যে ওরা তার আত্মাকে আটকে রাখবে ও তাদের লোকে নিয়ে যেতে চাইবে তাই রুদ্র ও রুদ্রানী এসে ওকে নিয়ে যাবেন আর আরেক ভৈরব যা আমি আগেই লিখেছি এসে ওকে নরকে দিয়ে আসবেন। ওখানে ওর পার্মানেন্ট ঠাঁই হবে। এই শয়তান আর ওর বাপ্ গ্রান্ড আয়াতোল্লা

লোকসমক্ষে প্রচার করতো যে তারা শাহ্‌কে সরিয়ে দিলে স্বর্গে যাবে কিন্তু বাস্তবে এর বাপ্ পতিত হয়েছে সেইসব দানবীয় শক্তির লোকে যার সাহায্য নিয়ে সে উঠেছিলো ইরানের শিখরে আর অত্যাচারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত আর এই আয়তোল্লা পতিত হবে নরকে।

হয়কি এইসব লোকেরা তো শয়তানের অর্চনা করে আবার আরো পাপীরা কিন্তু কিছু কিছু দেবতাদের তুষ্ট করেও বর নেয় ও পরে সেই বরের জোরে লোকের ক্ষতি করতে থাকে। যেমন এখন বিজেপীর লোকেরা করছে। পুজো অর্চনা করে করে মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব ? দেবতারা কি কারো ক্ষতি করেন ? করতেই পারেন। ডাইরেক্ট না করলেও যদি কসমিক হারমোনিতে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কেউ দেখেও চুপ মেরে বসে থাকেন তাহলে ক্ষতি করার সমানই হয়। অন্যায় যে সয় ও অন্যায় যে করে এর

মতন ব্যাপার আরকি অনেকটা । তাই ঘোরকলির পরে সব বিনাশ করে ফেলা হয় কারণ এইসব দুরাত্মারা উঁপরের লোকগুনো পর্যন্ত নিজেদের পাপকর্ম দিয়ে দূষিত করে ফেলে । তার অর্থ এই নয় যে সেখানে মহা গোলযোগ হয় তবে স্বল্প বিকিরণের ছিঁটে ফোটা হলেও পরমেশ্বর সেইসব লোক বিনষ্ট করে দিয়ে থাকেন কারণ সেগুলি হল অত্যন্ত সুক্ষ্ম লোক । অল্প ঋণাত্মক কম্পনই সেখানে মহা বিপত্তি ঘটাতে সক্ষম ।

তাই একসময় ধুম্রবর্ণ গণেশ ঠাকুর জন্ম নেবেন এই পাপ নাশ করতে ধরিত্রীতে । উঁনি খুবই শক্তিশালী এক গণেশাবতার হবেন । যিনি সমস্ত মহাসুরদের বধ করবেন নিজ মহাশক্তি দিয়ে ও জগৎকে দুরাত্মা মুক্ত করে দিয়ে যাবেন । যত শয়তান তত শক্তিশালী দেবদেবীরা আসেন । শয়তান তার ধর্ম্ম পালন করে । শয়তানি করে । কিন্তু তাকে যারা এই

মর্ত্যে আহবান করে নিয়ে আসে নিজ স্বার্থে ও জগতের সর্বনাশ করে তারা খুব বেশী বজ্জাৎ ও মহাপাপী । তাদের বিনাশ করাই আসল উদ্দেশ্য। কারণ শয়তানকে হ্যান্ডেল করা সহজ । তার গ্রহ নষ্ট করে দেওয়া সোজা । সেখানে কেবল ওরা বাস করে ও তারা নাশ হলে তেমন কিছু নয় কারণ তারা বিবর্তনের অনেক নিচের দিকে আছে ও আবার উঠে আসবে । কিন্তু এখানে ইনোসেন্ট লোক , পশুপাখী ও সাধুসন্তরা আছেন। তাই ভগবান তাঁদের সহজে নাশ করতে চাননা । তাই ভেবেচিন্তে এই দুনিয়ার সম্পর্কে ডিসিশান নিয়ে থাকেন।

একটা লেভেলের ওপরে মন্দ কাজ করলে শর্ট সার্কিট এর মতন দেহ জ্বলে যায় ও আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায় । কারণ ঐ জন্মের জন্য নির্দিষ্ট কাজ হয়তবা ঐ সোলটি আর পূর্ণ করতে পারেনা । তাই সবার প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলা উচিৎ । তোমার জন্য যা ডেস্টিনড্

তাই খাও । অন্যের ভাগ থেকে কেড়ে খেলে মৃত্যু অবধি হওয়া সম্ভব এক সময় ।

মনে রেখো তুমি শক্তির এক বান্ডিল মাত্র । সায়েন্সও তাই শেখায় । আমরা এনার্জি ও অণু পরমাণু ব্যাতীত কিছুই নই ।

তাই ভুল কর্ম করলে তোমার দেহ শর্ট সার্কিটে (বিদ্যুত এর নয়; স্পিরিচুয়াল) বিনষ্ট হয়ে যাবে কারণ তোমার ফিজিক্যাল বডি চালায় তোমার কর্ম যা দিয়ে তোমাকে ভগবান এখানে পাঠিয়েছেন । প্রত্যেকে দেখো ভিন্ন । সবাই আলাদা । এমনকি যমজ ভাইয়ের কপালও ভিন্ন হয় । তাই এমন কর্ম করোনা যাতে মহাবিশ্ব তোমাকে প্রাপ্যটুকুও ভোগ করতে না দেয় !

মোক্ষ প্রাপ্ত সন্তরা তাঁদের সোলমেটদের নিজেদের দিকে আকর্ষণ করেন যাতে তারাও একটা সময় ও দ্রুত মোক্ষ পেয়ে যায় । এই

মহাজগৎ পুশ ও পুল এনার্জিতে চলে। তাই তাঁদের সোলমেট হওয়া অত্যন্ত ভাগ্যের ব্যাপার। নরকে পতনের চান্স খুবই কম ও উন্নয়নের সম্ভবনা অত্যন্ত বেশি।

শ্রী রমণ মহর্ষি পশুপক্ষীদের খুব ভালোবাসতেন। ওনার আশ্রমে অনেক পশু ও পক্ষীদের সমাধি আছে। পুজো হয় সেখানে।

একজন আছে জ্যাকি দা ডগ।

একটি কাকের সমাধি আছে।

ওনার কাছে বাঘ, চিতাবাঘ, বিষধর সাপেরা দেখা করতে আসতো ও উনি তাদের অনেক সময়ই বলতেন যে তোমরা এসেছো কেন ? আশ্রমিকেরা এখনও জেগে আছে ! ওরা ভয় পেয়ে যাবে এখন !

একবার একটি বিশাল সাপ আসে। তখন এক ভক্ত ভয় যায় যার নাম ছিলো বৈকুণ্ঠ বাসর।

তখন মহর্ষি তাকে বলেন , ভয় পাও কেন ?এই যে তোমার ম্যাট্রেস এসেছে !

--কারণ তাঁর নামের অর্থ হল ভগবান বিষ্ণু । সেই অবস্থাতেও ঐ ব্যাক্তি হেসে ওঠে শত ভয়ের মাঝেও ।

অথচ বিজেপীর মদতপুষ্ট এক সাধক প্রচার করছে যে কুকুরকে খানা দেওয়া ভালো নয় ।

নেপাল তো হিন্দু দেশ । ওখানে সারমেয় পুজো হয় । কুকুর তিহার । তাহলে ওরা কিছুই জানেনা হিন্দুত্বের সম্পর্কে ? ভারত তো হিন্দু দেশ নয়, সেকুলার দেশ । একমাত্র নেপাল আর থাইল্যান্ড হল হিন্দু দেশ ।

জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । অতিরিক্ত কুকুর ঘৃণা থাকলে পরবর্তী জন্মে কুকুর হয়ে জন্ম নিতে হবে । কারণ যতক্ষণ না সোল থেকে অ্যাট্রিবিউট্স বিনষ্ট হবে ও শুদ্ধ চেতনার স্ফুরণ ঘটবে ততক্ষণ

সাধন পথে এগোনো সম্ভব নয় কোনোমতেই। সমস্ত সাধনার লক্ষ্য হল ভগবান লাভ ও যেকোনো ব্লকেজ ভগবৎ লাভের পথে বাধা হতে পারে। কারণ ঈশ্বরকে পাওয়া মানে এ কুকুর ও বিড়াল এইসব ভেদাভেদ থেকে বার হয়ে ইউনিটিতে মিশে যাওয়া। এইসব যারা প্রচার করে তারা সাধু নয় অসাধু। সমস্ত সাধনার লক্ষ্য ইউনিটি , একতা। ভেদাভেদ নয় তাই সব চড়াই ও উৎরাই যতক্ষণ না ভাঙবে তোমাকে মহাজগৎ বাধ্য করবে সেই মনের গঠণকে বদলাবার জন্যে সেই রূপধারণ করে জন্ম নিতে যতক্ষণ তুমি না শেখো।

এই সাধকের নাম সম্ভবত: প্রেমানন্দ ভারতী বা প্রেমানন্দ সরস্বতী কিছু হবে। হলুদ গ্যাঁদা ফুলের মত উত্তরীয় পরা ও গায়ে ও কপালে ভস্ম মাখা। বাড়ি থেকে পালায় চাকরাণীকে ধর্ষণ করে ও মায়ের গহনা নিয়ে। পরে

পুলিশের কাস্টডি থেকে বাঁচতে সাধু হওয়া। রাজনৈতিক ছত্রছায়াতে আসে একই কারণে।

বিজেপী সাধুদের পার্টি নয় এরা সাধুসন্তদের ভ্রষ্ট করে। ওদের দিয়ে তুকতাক করায় ও অন্যান্য মন্দির/মসজিদ /সাধুদের নাশ করানোর খেলায় নামে।

সবই শক্তির খেলা নয়কি ? সুর ও অসুরের খেলা। এইসব সাধুদের মাদক দ্রব্য ও মেয়েমানুষ দিয়ে দিয়ে এরা তাদের কাজ কম্মো করতে বাধ্য করে। যেমন এক তান্ত্রিক তার বয়স অত্যন্ত কম সে এখন তন্ত্রের নিষিদ্ধ সমস্ত শক্তিকে জাগাচ্ছে। যা জগতে প্রলয় আনতে সক্ষম। এগুলি তন্ত্র শাস্ত্রে বারণ আছে ও কসমিক হারমোনিকে ব্যাহত করতে পারে তুমুল ভাবে কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য এরা তাও করতে পারে। বকধার্মিক এরা। জাতের নামে বজ্জাতি করাই কলিযুগের লক্ষণ।

তাদের সামলাতে নতুন নতুন দেবদেবীর জন্ম হয় আবার। তারা আসেন অসুর দমন করতে।

আমার জন্ম বেশি সময়ের জন্য নয়।

আমি রতিদেবী , বগলামুখী মহাবিদ্যা আর কত্যায়নী দেবী ও কুষ্মন্ডা দেবী একসাথে এইভাবেই কাটালাম আমার বিবর্তনের জার্নি। আগে অবশ্যই গুহ নম: শিবায়ের অন্দরে ছিলাম । আমরা একসাথে সাধকের জীবন যাপণ করেছি পরে অর্ধনারীশ্বরের মত আমাদের বিভাজিত করা হয় আধ্যাত্মিক শিক্ষার নিমিত্তে।

বিজেপী যেমন কসমিক রুল ভাঙছে ও প্রলয়ের আশঙ্কা মনে আসছে সেরকম অনেক দেবদেবীদের কিন্তু উত্তরণের ডঙ্কাও বাজছে। যেমন বিশ্বকর্মা দেব হয়ে যাবেন মহাবিদ্যা ভৈরবী। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হবেন হেড়ম্ব গণেশ।

আবার আমার গর্ভধারিণী মা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হবেন ভৈরবী মহাবিদ্যা থেকে । এটা একধরণের পতন কারণ উনি নিজ কন্যাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেননি অথচ কন্যা আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত জীব ছিলো । তাই পতন হল । অথচ রমণ মহর্ষির মায়ের মোক্ষ হয়ে গিয়েছিলো । কাজেই সন্তানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে কারণ জানোনা কে তোমার মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছে আর তার স্পিরিচুয়াল পোটেনশিয়াল কিদৃশ ।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হলেন পুণম ধীলন ও বিশ্বকর্মা হলেন বিল গেটস্ । আপাতত: । এদেরই উন্নয়ন হয়ে যাবে অন্য দেবদেবীতে ।

জেফ এখন শয়তানি গীর্জাতে ঘুরছে মৃত্যু রোধের জন্য কিন্তু লোকে ওর অর্থ নিয়ে নিচ্ছে কেউ ওকে রক্ষাকবচ দেবেনা । কারণ এরা ভেতরে ভেতরে যুক্ত ও জানে যে কেউ ওকে রক্ষাকবচ দিলেই সে সাতান নয় স্যাটার্নের

রোষে পড়বে ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। কবচ যদি ও পায়ও সেটা আদতে আইওয়াশ। স্পিরিচুয়ালি চার্জড্ নয়।

মহেশ ভাটকে আর এস এস আক্রমণ করে কালা জাদু দিয়ে কারণ ওনার মা একজন মুসলিম। প্রতিবার উনি সিনেমা করার আগে আক্রান্ত হতেন। তাই এখন আর বই করেন না। অসুস্থ হয়ে পড়তেন খুব। এইভাবেও অনেক বই করেন ও সফল হন। তাই লোকে জানতে পারলে অস্কারের স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে ওনাকে কারণ উনি এত স্পিরিচুয়াল অ্যাটাক কাটিয়েও এত ভালো ভালো সিনেমা তৈরি করেছেন আর আমাদের আনন্দ দান করেছেন। আরেক মক্‌কেল সেই কুতপাকে মনে আছে তো ? সেই উলধ্বনিতে যে বন্যা আনে ? তাকে তার বাপ্ খোল্‌স ছাড়িয়ে খেয়েছে কৈশোরে ও যৌবনে। বাপ্ ছিলো সেক্স স্কাম্। ওর মাকেও পোয়াতি করে

পালাবার মতলবে ছিলো কিন্তু মা তন্ত্রমন্ত্রের জোরে আটকে দেয়। তারক মামাকেও আটকে দেবার তালে ছিলো কিন্তু তারকের বাসাতেও তন্ত্র মন্ত্র হতো তাই তার মাতাজী নিজ পুত্রকে ঐ জাদুবলে ছাড়িয়ে আনেন। অর্থাৎ এই বাণ মারা , বশীকরণ রীতিমতন একটি বিদ্যা যার প্রচলন অনেক বাসায় আছে ভারতে । কুতপার বর মরে গিয়েছে যেমন বলি সেরকম ভাবেই । ওর বাপ্ বাসার মেয়েদেরও প্রায় ছাড়তো না। খুবই নষ্ট চরিত্রের লোক ছিলো যার জন্য লক্ষ্মীর পেচক থেকে পতন হয়ে যায় এই স্পিরিচুয়াল বাস্টার্ডের। এখন নিজেকে লক্ষ্মীর পেচক বলে পরিচয় দিলেও আদতে সেখান থেকে বহুদিন হল বিতাড়িত। বৃদ্ধ বয়সেও রিটায়ার করার পরে এই সৈনিক তার এই অভ্যাস বজায় রাখে।

নরক হল স্পিরিচুয়াল ল্যাব যেখানে সোলের উন্নতির জন্য কাজ করা হয়। ভগবান কাউকে

ডেস্ট্রয় করেন না। তাই সোলের উন্নতির জন্য নরকে কাজ করানো হয় যেমন বিদেশে কারেকশনাল সেন্টার হয় সেইরকম আরকি।

মনের অশান্ত অবস্থা থেকে বার করার জন্য ওখানে আত্মাকে বিশেষ ভাবে ট্রিট করা হয়। এটাই আমাদের ভাষায় নরক। আর কিছুটা তাতে সংযোজন করেছে দুরভিসন্ধি সম্পন্ন গুরুরা যারা প্রিচার। মাস্টার বা টিচার নন। যাতে লোকে ভয় পেয়ে তাদের কোচরে গিয়ে অর্থ দান করতে থাকে শুদ্ধিকরণের জন্য।

যা কিছু ঐশ্বরিক তাই পরম শান্তি প্রদান করে। মন অশান্ত হলে তাকে শান্ত করাই মহাজগতের কাজ। তাই বাজে কর্ম করলে মন যখন প্রবল বেগে ঘুরতে শুরু করে তখন শনতি দেবার জন্য আত্মাকে নানান ভাবে ট্রিট করা হয়ে থাকে। যাকে লোকে কর্মফল পাওয়া বা নরক গমণ বলে থাকে।

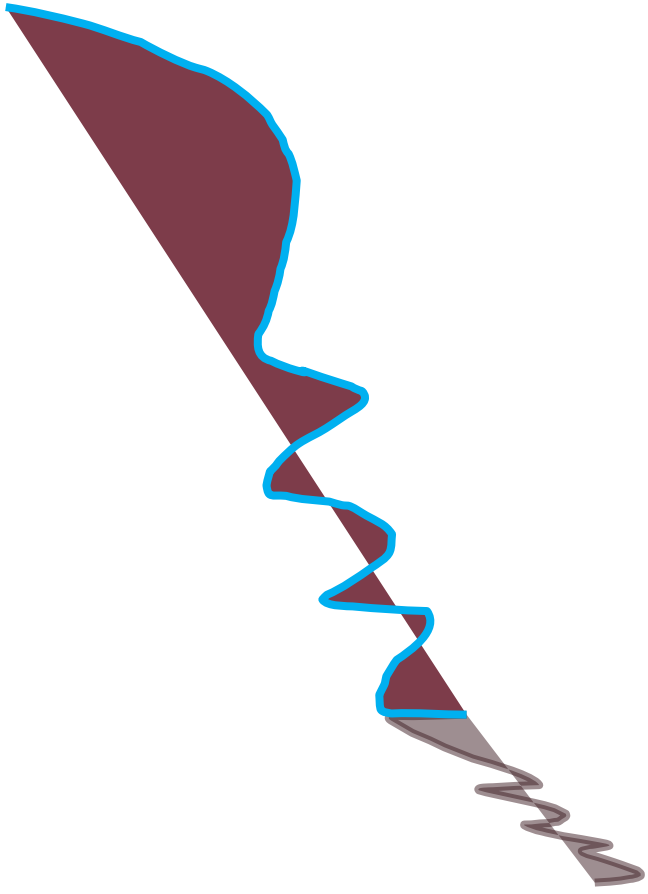

এইসব বিজেপীর সাধুরা বুবু ও রাইকেই স্পিরিচুয়ালি আক্রমণ করছে । প্রেমানন্দ বলছে যে আমি আরকি , কুত্তা/বিল্লিকো ভি সন্ত বানানে চলি ।

কিন্তু কুকুর বা অন্যকোনো জীব আগেই বললাম যে কে কোন কর্ম ভোগ করছে তার ওপরে নির্ভর করে যে সে কতটা এগোনো সোল । আর বিদেশে কুকুরেরা মানুষকে খুবই হেল্প করে । পঙ্গুদের ওরা সঙ্গ দেয় । হেল্প করে । মানসিক ভাবে বিপর্যস্তদের সাথী হয় ও মনে আনন্দ আনে আর পুলিশের ডগ বা কেনাইন স্কোয়াডের কথা, যুদ্ধের কুকুর এদের কথা কে না জানে ? কাজেই পার্থিব জগতে দেখলেও কুকুরকে ঘৃণা করার বিশেষ কোনো কারণ দেখিনা । যারা কুকুরকে ঘৃণা করে তারা কেতু গ্রহের রোষে পড়ে । কেতুর

মহাদশা হল ওয়ান অফ্ দা ডেডলিয়েস্ট মহাদশা আ সোল ক্যান এভার এক্সপিরিয়েন্স।

বুবু ও রাইয়ের জন্ম হয়েছে মোক্ষ হবার জন্য। তাই ওদের নিধন সহজ নয়।

সাড়ে ৪ লক্ষ বছর বাদে যখন প্রলয়ের ঘন্টি বাজবে তখন সমস্ত সোলকে জোর করে মহাবিশ্ব ঘুম পাড়িয়ে দেবে। যোগনিদ্রায় নিয়ে যাবেন তপস্বীরা। তারপর মাতৃকাগণ নতুন কসমস সৃষ্টি হলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করবেন। একটি ভান্ড থেকে যার ভেতরে সমস্ত সোলের ঠিকানা থাকবে সেখান থেকে অহং গুলি যোগাড় করে করে আবার জায়গামতন বসানো হবে প্রতিটা আত্মার কর্ম অনুযায়ী। এর মধ্যে যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে পারো মানে মুক্তি পেয়ে যেতে পারো তাতে আনন্দ পাবে নচেৎ আবার নতুন ভোরে কেমন দেহ নিয়ে আসবে সুন্দর না বিকৃত , কেমন জগৎ হবে কেউ জানেনা কাজেই আজ থেকে অল্প হলেও পুজো

অর্চনা ও সাধন ভজন আরম্ভ করে দেওয়া ভালো কারণ কাল কে দেখেছে ? কাজেই আশাকরা যেতেই পারে যে তোমরা মুক্তির পথেই যাবে কারণ অমৃতকুম্ভের সন্ধানে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্ম এই জগতে।

অনেক জন্ম তো অনেক ভাবে দিলে , এই জন্মটা নাহয় শুভতায় নিয়োজিত হোক্।

লাস্ট বাট নট লিস্ট রুদ্র অবতার মৃগব্যাধ মারবেন আর এস এস এর এক বদ্ তান্ত্রিককে যে নিষিদ্ধ মহাজাগতিক শক্তি জাগিয়ে দুনিয়ার ক্ষতি করতে ব্রতী ও করে চলেছে।

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র

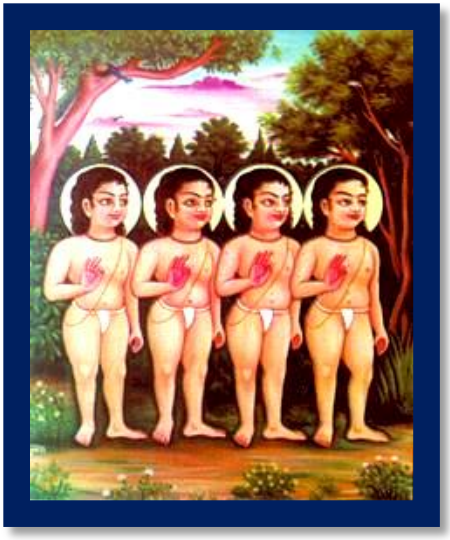

কুমার (সনৎ ইত্যাদি মহোদয়রা)

নারদ মুণি

ভগবান বিষ্ণু

সমাপ্ত